www.den4me.com

মুসলিম জীবনে আক্বীদার প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ

অভিমত

ডক্টর ফয়সল বিন জামিল আল-গাজ্জাবী

ইমাম মসজিদুল হারাম মক্কা আল মকাররামা

গ্রন্থনা ও অনুবাদ: শিক্ষা বিষয়ক কমিটি

কমিউনিটি কেন্দ্রিক দাওয়াহ ও শিক্ষা প্রচার মূলক সহযোগী অফিস সাফরা, বুরাইদা

من الضروريات في عقيدة المسلم - اللغة البنغالية

تقديم فضيلة الشيخ

د. فيصل بن جميل الغزاوي

إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة

إعداد و ترجمة من قبل اللجنة العلمية بقسم الجاليات بالمكتب التعاوني ببريدة بحي الصفراء

بسم الله الرحمن الرحيم

ح مكتب الدعوة والإرشاد بالصفراء ببريدة ، ١٤٣٧هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
اللجنة العلمية بقسم الدعوة بالمكتب التعاوني بالصفراء
من الضروريات في عقيدة المسلم: اللغة البنغالية./ اللجنة العلمية بقسم الدعوة بالمكتب التعاوني بالصفراء.- بريدة، ١٤٣٧هـ
٣٢ ص؛ ٨,٥ × ١٢ سم
ردمك: ٠ - ٢٤ - ٨٠٢٧ - ٦٠٣ - ٩٧٨
١- العقيدة الإسلامية أ- العنوان
ديوي ٢٤٠ ١٤٣٧/١٠٠٥٥

رقم الإيداع: ١٤٣٧/١٠٠٥٥
ردمك: ٠ - ٢٤ - ٨٠٢٧ - ٦٠٣ - ٩٧٨

الطبعة الأولى ١٤٣٨هـ

حقوق الطبع محفوظة

إلا لمن أراد طبعه، وتوزيعه مجاناً، بدون حذف، أو إضافة أو تغيير، فله ذلك وجزاه الله خيراً.. بشرط أن يكتب على الغلاف الخارجي وقف لله تعالى

التصميم والتنسيق والإخراج الفني والطباعة
الفالحين للطباعة والنشر
E-mail: alfalheen@gmail.com - Tel.: 011 435 66 88

فيصل بن جميل الغزاوي

إمام المسجد الحرام

الرقم : ....

التاريخ : / / ١٤٣ هـ

المشفوعات : ....

الحمدلله ، لا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه ، والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومن والاه .... أما بعد :

فإن تبصرة المسلم بأمور دينه وما يجب عليه أعظم ما يقدمه أهل العلم والدعوة إلى الله لنفع إخوانهم المسلمين

والإلمام بأهم المهمات من أمور الدين وأصول الإيمان مما تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفته .

لذا حرص المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصفراء ببريدة بجمع مسائل مهمة تحت عنوان (من ضروريات العقيدة عند المسلم) ليستفيد منها كل مسلم أراد أن يتعرف على دينه ويعبد ربه على بصيرة ويتمسك بشرع الله .

فجزى الله جامعها وناشرها خير الجزاء ونفع بها قارئها ، إنه سميع مجيب

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

كتبه

د. فيصل بن جميل الغزاوي

إمام وخطيب المسجد الحرام

جامعة أم القرى - العابدية - مكة المكرمة - صندوق بريد (٩٦٥) - الرمز البريدي ([illegible]) - هاتف العمل ([illegible]) تحويلة : ([illegible])
هاتف مباشر ([illegible]) فاكس مكتبة الدعوة ([illegible]) الإيميل : fgalghazawi@hotmail.com

মসজিদুল হারামের ইমাম ডক্টর ফয়সল বিন জামীল আল-গাজ্জাবীর

অভিমত

আলহামদু লিল্লাহ, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, তিনি ব্যতীত কোন রব নেই এবং তিনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ বা মা‘বূদ নেই। সালাত ও সালাম তাঁর নির্বাচিত বান্দা মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার বর্গ ও সাথীগণের উপর।

অতঃপর,

আলেম ও দাঈ বা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীগণ মুসলমানদের উপকারার্থে সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ যে কাজ করেন তা হচ্ছে মুসলিমকে তার দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া এবং করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা।

দ্বীনের জ্ঞান ও ঈমানের মুলনীতি সর্ম্পকে শিক্ষা দেয়া যা অর্জন করা অত্যাবশ্যক।

আর এ লক্ষ্যেই কমিউনিটি কেন্দ্রিক দাওয়াহ ও শিক্ষা প্রচার মূলক সহযোগি অফিস সাফরা, বুরাইদা **(মুসলিম জীবনে আক্বীদার প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ)** শিরোনামে গুরুত্ব পূর্ণ কিছু মাসায়েল সংকলনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। যেন দ্বীনের জ্ঞানার্জনে আগ্রহী ও জেনে বুঝে আল্লাহর ইবাদত করতে ইচ্ছুক মুসলিম ব্যক্তি উপকৃত হতে পারে এবং আল্লাহর দেয়া শরীয়তকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে।

হে আল্লাহ এই পুস্তিকার সংকলক ও প্রচারককে উত্তম প্রতিদানে ভুষিত কর এবং এর পাঠককে উপকৃত কর। নিশ্চয় তিনি প্রার্থনা শ্রবণকারী ও কবূলকারী।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

লিখক ঃ

ডক্টর ফয়সল বিন জামিল আল-গাজ্জাবী

ইমাম মসজিদুল হারাম মক্কা - মুকাররামা

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রিয় মুসলিম ভাই! আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন! জেনে রাখুন, প্রত্যেক মুসলিমের উপর দ্বীনি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা ওয়াজিব। নবীর সুন্নাত মোতাবেক আল্লাহর ইবাদতের তরীকা জানাও ওয়াজিব। এই সংক্ষিপ্ত পত্রে দ্বীনের এহেন গুরুত্বপুর্ণ বিষয় নিয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইন্‌শা-আল্লাহ।

প্রথমঃ দ্বীন বিষয়ে তিনটি মুলনীতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ও উহার উপর ঈমান রাখা সকল মুসলিমের উপর ওয়াজিব। আর তা হচ্ছে তিনটি প্রশ্নঃ (!) তোমার রব কে? (!!) তোমার নবী কে? (!!!) তোমার দ্বীন কি?

প্রথম উত্তরঃ আমার রব আল্লাহ যিনি আমাকে সহ সমগ্র বিশ্ব জাহান সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } الزمر٦٢

অর্থঃ "আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা।" (সূরা আয্ যুমর ৬২)

তিনিই একমাত্র ইবাদতের হকদার, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। অতএব যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য কোন ইবাদত করল সে শিরক করল। প্রত্যেক নবী তাঁর কওমকে এই বলে দাওয়াত দিয়েছেন,

{اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} الأعراف٥٩

অর্থঃ "তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই।" (সূরা আল-আরাফ ৫৯)

দ্বিতীয় উত্তরঃ আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ তাঁকে সকল জ্বিন ও মানুষের প্রতি রাসূল করে পাঠিয়েছেন। যে তাঁর আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে তাঁর আনুগত্য করবে না সে জাহান্নামে প্রবেশ

করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»

অর্থঃ "আমার প্রতিটি উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, শুধুমাত্র যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করবে সে ব্যতীত" তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল কে জান্নাতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করবে সেই জান্নাতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করবে।"

তৃতীয় উত্তরঃ আমার দ্বীন ইসলাম। আর তা হলো সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদন করা এবং তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস করা,

শিরক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। যে ব্যক্তি শিরক করল তার যাবতীয় আমল নষ্ট হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ } الأنعام٨٨

অর্থঃ "যদি তারা শিরক করে তবে তাদের যাবতীয় আমল নষ্ট হয়ে যাবে।" (সূরা আল-আনআম ৮৮)

দ্বিতীয়ঃ ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি আছে। সকল ভিত্তির সম্বয়ে ইসলাম পরিপুর্ণ হয়।

১. এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ বা উপাস্য নেই, আরো সাক্ষ্য দেয়া যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

২. সালাত কায়েম করা

৩. যাকাত দেয়া

৪. রামাযান মাসে সিয়াম পালন করা

৫. সামর্থবান ব্যক্তির উপর বাইতুল্লাহিল হারামের হজ্ব করা।

এই পাঁচটি ভিত্তির উপর আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা ও আমলে রুপায়ন করা ওয়াজিব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ"

অর্থঃ “ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর, এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ বা উপাস্য নেই, আরো সাক্ষ্য দেয়া যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, হজ্ব করা, রামাযান মাসে সিয়াম পালন করা। (সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম)

তৃতীয়ঃ ঈমানের রুকন ছয়টি।

প্রথম রুকনঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান। আল্লাহর অস্তিত্ব, এবং ইবাদতে তাঁর একত্ববাদ, তাঁর প্রভুত্ব, নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস করা। আরো বিশ্বাস করা যে তাঁর নাম ও গুণাবলীতে কোন প্রকার বিকৃতি, ধরণ প্রকরণ ও সাদৃশ্য নির্ণয় করা অথবা তাঁকে গুণশূণ্য মনে করা বৈধ নয়। যেমন তাঁর চেহারা মোবারক, হাত, কর্ণ ও চক্ষু, শক্তি-সামর্থ ও ইচ্ছা, কথা বলা ও খুশি হওয়া ইত্যাদি গুণাবলী যা তিনি নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন অথবা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্ধারণ করেছেন উহার প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস করা। সাথে সাথে ঐ সমস্ত নাম ও গুণ বৈশিষ্ট্য আল্লাহর সাথে সম্বন্ধ না করা যা তিনি নিষেধ করেছেন অথবা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} الشورى ١١

অর্থঃ "তাঁর অনুরূপ কোন কিছুই নেই, তিনি শুনেন ও দেখেন।" (সূরা আশ্‌-শূরা ১১)

দ্বিতীয় রুকনঃ ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ঈমান। সাধারণ ভাবে এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহ তা'আলা ফিরিশ্‌তাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর আনুগত্য করার জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কেউ তাঁদের সংখ্যা জানেনা। আর বিশেষ ভাবে যে সকল ফিরিশ্‌তার নাম ও কর্ম সম্পর্কে জানা যায় তাদের প্রতি সে ভাবে ঈমান বা বিশ্বাস করতে হবে। যেমন জিবরীল (আঃ) নবী ও রাসূলগণের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে অহী নিয়ে আসেন। মীকাঈল (আঃ) বৃষ্টি বর্ষণ ও উদ্ভিদ জগতের দায়িত্বশীল। ইস্রাফিল (আঃ) মহাপ্রলয় দিবসে সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার দায়িত্বশীল। মালাকুল মাউত রূহ কবজ করার দায়িত্বশীল। আরো এক দল ফিরিশ্‌তা আছেন যারা আরশ বহন করেন।

মালাকুল জিবাল পাহাড় পর্বতের দায়িত্বশীল। জান্নাত ও জাহান্নামের প্রহরি এক দল ফিরিশ্‌তা আছেন। আরো এক দল ফিরিশ্‌তা আছেন যারা মায়ের গর্ভ ও ভ্রূনের হেফাজত করেন। তাদের মাঝে আরো এক দল আছেন যারা মানবজাতির হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত। কেউবা আবার বান্দার আমলনামা লিখার দায়িত্ব পালন করেন, কেউ মৃত ব্যক্তিকে কবরে জিজ্ঞাসা করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। এভাবে যাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানা যায় তদের উপর সেভাবে এবং যাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানা যায় না তাদের উপর সাধারণভাবে বিশ্বাস করতে হবে।

তৃতীয় রুকনঃ আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের প্রতি যে সকল কিতাব নাযিল করেছেন উহার প্রতি ঈমান। বিশেষভাবে যেমন তাওরাত মূসা (আঃ) এর প্রতি। ইঞ্জিল ঈসা (আঃ) এর প্রতি, যাবূর দাউদ (আঃ) এর প্রতি এবং কুরআন নাযিল করেছেন

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। এ ছাড়াও ইব্‌রাহীম ও মূসা (আঃ) এর প্রতি নাযিলকৃত সহীফা সমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করা। আর সাধারণভাবে এ কথা বিশ্বাস করা যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন তার কিছু আমরা জানতে পেরেছি আর কিছু জানতে পারিনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} الحديد٢٥

অর্থঃ "নিশ্চয় আমরা রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি দলীল প্রমাণাদি সহকারে এবং নাযিল করেছি তাঁদের সাথে কিতাব, মিযান যেন মানুষ ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।" (সূরা আল-হাদীদ ২৫)

চতুর্থ রুকনঃ রাসূলগণের প্রতি ঈমান। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগতের প্রতি রাসূল প্রেরণ

করেছেন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শণকারী হিসাবে। এই রাসূলগণ আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ এবং তাঁর বান্দা। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে নির্বাচন করেছেন তাঁর দ্বীন প্রচার করার জন্য। যে তাঁদের আনুগত্য করবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন এবং যে তাঁদের অবাধ্যতা করবে তাকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করেন। এই রাসূলগণের মাঝে কয়েকজন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা হলেন, নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মদ তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহ দরূদ ও শান্তির ধারা বর্ষণ করুন। আল্লাহ তা'আলা রিসালতের পর্ব সমাপ্ত করেছেন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের মাধ্যমে। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না।

পঞ্চম রুকনঃ আখেরাত বা পরকাল দিবসের প্রতি ঈমান। আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ১. কবরের নিয়ামত সমূহ ও আযাব এবং

ফিৎনা ইত্যাদি। মৃত ব্যক্তিকে কবরে জিজ্ঞেস করা হবে তার রব সম্পর্কে, তার নবী ও দ্বীন সম্পর্কে। মুমিন ব্যক্তিকে আল্লাহ সঠিক কথার উপর স্থির রাখবেন ফলে সে বলবে আমার রব আল্লাহ, আমার নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আমার দ্বীন ইসলাম। অপর পক্ষে কাফের ও মুনাফিক বলবে আফসোস আফসোস আমি জানিনা। ফলে আল্লাহ তাকে কবরে আযাব দিবেন। এ ভাবেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

২. পুণরুত্থান। আল্লাহ ইস্রাফীলকে সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার আদেশ করবেন, অতঃপর মানুষ কবর থেকে উঠবে হিসাব ও প্রতিদান গ্রহণ করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً } المجادلة٦

অর্থঃ "যে দিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুণরুত্থিত করবেন"। (সূরা আল-মুজাদালাহ ৬)

৩. ভাল মন্দ আমলনামা। কেউ তার আমলনামা গ্রহণ করবে ডান হাতে, তারাই হবে জান্নাতি। কেউ তার আমলনামা গ্রহণ করবে বাম হাতে, তারাই হবে জাহান্নামি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ } الحاقة١٩

অর্থঃ “অতঃপর কাউকে তার আমলনামা দেয়া হবে ডান হাতে।” (সূরা আল-হাক্কা ১৯)

{وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ } الحاقة٢٥

অর্থঃ “এবং যার কিতার বাম হাতে দেয়া হবে।” (সূরা আল-হাক্কা ২৫)

৪. আল-হিসাব। মানুষের দুনিয়ার জীবনের ভাল মন্দ আমলের হিসাব হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً } الانشقاق٨

অর্থঃ “আর হিসাব গ্রহণ করা হবে সহজ ভাবে।” (সূরা আল-ইনশিক্বাক ৮)

৫. আল-মীযান। বান্দার ভাল মন্দ আমল সমূহের ওজন হবে। যার নেক আমলের পাল্লা ভারি হবে সেই মুক্তি পাবে ও সফলতা লাভ করবে। যার নেক আমলের পাল্লা হালকা হবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ} القارعة ٦,٧

অর্থঃ "অতঃপর যার আমলের পাল্লা ভারি হবে সে আনন্দময় জীবন লাভ করবে।" (সূরা আল-ক্বারীয়া ৬.৭)

৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সাফায়াতে উজমা বা বড় সুপারিশ। হাশরের ময়দানে মানুষ কঠিন দুশ্চিন্তা ও পেরেশান থাকবে, কেউ তার অবস্থা ও গন্তব্য জানতে পারবে না। ঐ দিনে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। তিনি বিচার শুরু করার সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তাঁর সুপারিশ

কবূল করে ফায়সালা করে দিবেন। ফলে জান্নাতিরা জান্নাতে এবং জাহান্নামিরা জাহান্নামে চলে যাবে।

৭. আল-হাওজ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাওজ। তার পানি দুধ থেকে শুভ্র এবং মধু থেকে মিষ্টি। যে তা থেকে পানি পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবেনা।

৮. সীরাত। জাহান্নামের উপর প্রতিষ্ঠিত পুল। মানুষ উহার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে নিজ নিজ আমলের গতিতে। কেউ পার হয়ে যাবে ও জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেউ পার হতে পারবে না, জাহান্নামে পড়েযাবে। আল্লাহর নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই।

৯. জান্নাত। সুখের বাস, আল্লাহ মুমিনদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।

১০. জাহান্নাম। শাস্তির ঘর, পাপি ও কাফেরদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন।

ষষ্ঠ রুকন ঃ ভাল মন্দ তাকদীরের প্রতি ঈমান। আল্লাহ সকল সৃষ্টির ভাল মন্দ ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। ভাল কিছু অর্জিত হলে আল্লাহর প্রশংসা করবে। মন্দ কিছু সংঘটিত হলেও আল্লাহর প্রশংসা করবে ও ধৈর্য ধারণ করবে।

তাকদীরের প্রতি ঈমানের ফলে আত্মা প্রশান্তি লাভ করে, কেননা সে বিশ্বাস করে যা কিছু সংঘটিত হয় সবই আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত। সে আল্লাহর উপর এই আস্থা রাখে যে, তিনিই সবকিছুর ফয়সালা করে রেখেছেন। মন্দ কিছু সংঘটিত হলে হতাশ হয় না।

চতুর্থঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এই মহান কালিমার অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ প্রকৃত অর্থে ইবাদতের যোগ্য নয়। এই কালিমার রুকন দু'টি।

একঃ নাফী বা নেতিবাচক। আল্লাহ ব্যতীত সকলের উপাসনা বাতিল ঘোষণা করা। যা বুঝা যায় "লা-ইলাহা" থেকে।

দুইঃ ইসবাত বা ইতিবাচক। একমাত্র আল্লাহর জন্য সকল প্রকার ইবাদত সাব্যস্ত করা। যা বুঝা যায় “ইল্লাল্লাহ” থেকে।

অতএব আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত সত্য কোন মা‘বূদ নেই।

“আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ” এর অর্থঃ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল অতএব তাঁর সকল নির্দেশের আনুগত্য করতে হবে, তাঁর দেয়া খবর সঠিক বলে বিশ্বাস করতে হবে, তিনি যে সকল বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন অথবা শাস্তির বাণী শুনিয়েছেন তা থেকে বিরত থাকতে হবে, এবং তাঁর প্রদর্শিত শরীয়ত মোতাবেক আল্লাহর ইবাদত করতে হবে।

পঞ্চমঃ তাওহীদের প্রকার। তাওহীদ তিন প্রকার।

একঃ তাওহীদুল উলূহিয়্যা। বান্দার কর্ম তথা ইবাদত একক ভাবে আল্লাহর জন্য নিরূপণ করা।

যেমন, জবাই করা, মান্নত করা, দূ‘আ করা, ভয় করা, আশা করা সহ যাবতীয় ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা।

দুইঃ তাওহীদুর রুবূবীয়্যা। আল্লাহর কর্মে তাঁকে এক জানা। যেমন, বৃষ্টি বর্ষণ, মৃতকে সজীব করা, আসমান ও জমীনের সৃষ্টি, সকল কার্য পরিচালনা করা, সকল সৃষ্টির ভাগ্য নির্ধারণ করা ইত্যাদি সকল কার্য সম্পাদন করার একমাত্র মালিক আল্লাহ।

তিনঃ তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত। এ কথায় বিশ্বাস করা যে আল্লাহ তা‘আলার অসংখ্য নাম ও গুণাবলী আছে। আল্লাহ নিজেই তাঁর যে সকল নাম ও গুণবলী নির্ধারণ করেছেন অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে যা প্রমাণিত আছে তা কোন প্রকার অপব্যাখ্যা, কোন উপমা বা সামঞ্জস্য অথবা

রহিতকরণ ব্যতীত যে ভাবে আছে সে ভাবে বিশ্বাস করা। আল্লাহ তা"আলা বলেন,

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} الشورى ١١

অর্থঃ "তাঁর অনুরূপ কোন কিছুই নেই, তিনি শুনেন ও দেখেন।" (সূরা আশ্-শূরা ১১)

সাথে সাথে ঐ সমস্ত নাম ও গুণ বৈশিষ্ট্য আল্লাহর সাথে সম্বন্ধ না করা যা তিনি নিষেধ করেছেন অথবা তাঁর রাসূল নিষেধ করেছেন।

আল্লাহর নাম অসংখ্য। যেমনঃ (السـمـيـع) শ্রবণকারী, (البصير) দর্শণকারী, (العليم) মহাজ্ঞানী, (العـزيـز) মহাপরাক্রমশালী ইত্যাদি যা কিছু কুরআন ও সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে।

ষষ্ঠঃ কসম করা। কসম বা শপথ একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে করা যাবেনা। যেমন ঃ (والله) আল্লাহর কসম,

(والرحمن) দয়াময়ের কসম।

অথবা আল্লাহর গুণবাচক নামের কসম। যেমন ঃ (وعزة الله) আল্লাহর ইজ্জতের কসম, (وسمع الله) আল্লাহর শ্রবণশক্তির কসম ইত্যাদি। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম বা গুণাবলীর কসম করা শিরক। যেমন ঃ (والنبي) নবীর কসম, (والأمانة) আমানতের কসম, (والحياة) জীবনের কসম।

সপ্তমঃ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ঃ

তিনি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব আল-হাশিমী আল-কুরাশী। আবরাহার হস্তী বাহিনী যে বৎসর মক্কা আক্রমণ করেছিল সেই বৎসর তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল

৬৩ বৎসর। ৪০ বৎসর বয়সে তাঁর কাছে অহী আসে এবং তিনি নবূওয়াত প্রাপ্ত হন। এর পর মক্কায় ১৩ বৎসর এবং মদীনায় ১০ বৎসর তাওহীদ ও রিসালতের দাওয়াত আঞ্জাম দেন।

তিনি জীবনে এক বার হজ্ব আদায় করেন। এ হজ্বেই তিনি উম্মতের উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ দেন, সে জন্য এই হজ্বকে বলা হয় বিদায় হজ্ব। তিনি জীবনে ৪ বার ওমরা আদায় করেন। মুশরিকদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি নয়জন স্ত্রী রেখে যান। এটা তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য, ইসলাম ও মুসলমানদের বিশেষ কল্যানের জন্য আল্লাহ তাঁকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন।

অষ্টমঃ সৎ বা নেক আমলের শর্ত। আমল সঠিক হওয়ার জন্য দুটি শর্ত আছে।

একঃ আমল একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হবে। কোন প্রকার প্রশংসা বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য থাকবেনা।

দুইঃ আমল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক হবে।

এই দু’টি শর্ত বা তার কোন একটির খেলাফ হলে আমল বাতিল বলে গণ্য হবে, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবেনা।

নবমঃ প্রিয় মুসলিম ভাই! আল্লাহর দ্বীন জানার জন্য আলেমদের লিখিত কিতাব বা পুস্তক পাঠ করা জরুরী। যেখানে যা বুঝতে অসুবিধা হয় সাথে সাথে আলেমদের জিজ্ঞেস করুন যেন জেনে বুঝে সঠিক ভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যায়। আমরণ দ্বীনের উপর টিকে থাকার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন।

দশমঃ আপনার সাথি ভাই ও বন্ধুদের ইসলামের দাওয়াত দিন যেন তারা আল্লাহর আযাব থেকে নাজাত লাভ করতে পারে।

দ্বীনের উপর অবিচল থাকার উপায় গুলো আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপায় ঃ

১. দ্বীনে অবিচল থাকার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা।

২. নির্ভরযোগ্য আলেমদের থেকে ইলম অর্জন করতে হবে যেন সঠিক ভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যায়।

৩. বেশি বেশি নেক আমল করতে হবে যা আপনাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করবে।

সহজ অথচ বেশি নেকী হাসিলের কয়েকটি আমলের উদাহরণঃ

ক. দৈনিক ১০০ (এক শত) বার "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" পাঠ করা।

খ. “সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকিহি ওয়া রিযা নাফসিহি ওয়া জিনাতা আরশিহি ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি” পাঠ করা।

গ. দৈনিক ১০০ (এক শত) বার “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা-শরীকা লাহ, লাহূল মুলকু ওয়া লাহূল হামদু ওয়াহূয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর” পাঠ করা।

ঘ. সর্বাবস্তায় বেশি বেশি ইস্‌তেগফার করা।

ঙ. বেশি বেশি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা। এক বার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তোমার প্রতি দশ বার রহমত নাযিল করবেন।

চ. “লা-হাওলা ওয়ালা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” পাঠ করা। ইহা জান্নাতের কান্‌জ বা রক্ষিত সম্পদ।

ছ. আল্লাহর সৃষ্টি ও তার বিশালত্ব সম্পর্কে চিন্তা ফিকির করা।

জ. দুশ্চরিত্র লোক, মুশরিক, বেদাতী ও পাপাচারী লোক থেকে সতর্ক থাকা ও নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখা।

ঝ. সাধ্যমত দ্বীনের দাওয়াত দেয়া যেমন, কথার দ্বারা নসীহত করা, ইসলামী কিতাব বিলি করা ইত্যাদি।

ঞ. সৎ লোকের সংশ্রবে থাকা।

শরিয়ত বিরোধি কর্মকান্ড যা থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব

১. আল্লাহকে বাদ দিয়ে অলি-আওলিয়া অথবা অন্য কোন সত্ত্বাকে আহ্বান করা। অথচ তারা নিজেদেরই কোন প্রকার উপকার বা ক্ষতি করতে সক্ষম নয়, অন্যের ব্যাপারতো দূরের কথা।

২. কবরের উপর নির্মিত মসজিদ সমূহে সালাত পড়বেন না কেননা তা বাতিল। এতে কবরবাসীকে এমন তা'যিম বা সম্মান করা হয়

যা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য হালাল নয়।

৩. অলি-আওলিয়া অথবা অন্য কোন সৃষ্টির নামে প্রাণী উৎসর্গ করবেন না কেননা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করা প্রাণী হালাল নয়।

৪. চিকিৎসা অথবা অন্য যেকোন উদ্দেশ্যে জাদুকর, গণক ও ভেলকিবাজদের নিকট যাবেন না। এটা হারাম ও শিরকের বাহন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে গনকের নিকট গমন করল তার চল্লিশ

দিনের সালাত কবূল হবেনা।” কুরআন সুন্নাহ এবং বৈধ উপায়ে চিকিৎসা করুন।

৫. যে সকল কবর ও মাজারে শিরকের আড্ডা বসে সেসব জায়গায় যাবেন না।

৬. শিরকের পথে আহ্বানকারী ও মুশরিকদের সাথে মিশবেন না। তবেই আপনি শিরক থেকে বেঁচে থাকতে পারবেন।

৭. শিরকের বাহন বিদ‘আতের ব্যাপারে ছাড় দিবেন না। ইহা আপনাকে শিরকে পৌছে দিবে। এ বিষয়ে যা বুঝতে অসুবিধা হয় তা আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করুন।

৮. বাতিল বা ভুল পথে বাপ-দাদার রীতিনীতি অনুসরণ করবেন না। আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের নিন্দা করেছেন এ কথা বলার কারনে যে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যে রীতির উপর দেখেছি তারই অনুসরণ করছি।

৯. এই বিশ্বাসে তাবিজ কবজ ব্যবহার করবেন না যে ইহা আপনাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে। বরং আপনার নিরাপত্তার জন্য সকাল সন্ধা ও রাতের কিছু অংশে যিকির করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির

হাতে চুড়ি পরা দেখে জিজ্ঞেস করলেন এটা কি? সে বলল, এটা দুর্বলতা দূর করার জন্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “এটা খুলে ফেল, কেননা এটা তোমার দুর্বলতা আরো বাড়িয়ে দিবে।

১০. মানুষ করছে দেখেই কোন কাজ করবেন না বরং আলেমদের জিজ্ঞেস করুন এটা শরীয়ত সম্মত কি না।

হে আল্লাহ সকলকে মৃত্যু পর্যন্ত দ্বীনের উপর অবিচল থাকার তাওফীক দিন।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصفراء

القصيم ، ص.ب: 877 بريدة 51421 ، الرقم الموحد: 920001442

016 3830072
016 3821620

www.den4me.com
dean4me@dean4me.com

dean4me1@
jaliat.safra

حساب التبرعات :

مصرف الراجحي	SA67 80000 162 6080 1006 0006
بنك البلاد	SA50 15000 999 1138 7518 0003

ردمك: ٠-٢٤-٨٠٢٧-٦٠٣-٩٧٨

الفالحين للطباعة والنشر ٤٢٥٦٦٨٨ ٠١١ الرياض